বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রকাশক: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

প্রকাশকাল: ১০ অক্টোবর ২০২২

পরিচালক মিনার মনসুর কর্তৃক গ্রন্থভবন ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত

যোগাযোগ:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২২৩৩৮৫৭৪৩, ২২৩৩৫০৫৮২; ফ্যাক্স: ২২৩৩৫২২১১
Email: granthakendro.org@gmail.com
Web: www.nbc.org.bd

মুখবন্ধ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থকেন্দ্রের বিগত অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাসঙ্গিক তথ্যের চাহিদা এতে পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসনসহ যারা নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন—এ সুযোগে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার জন্য শুভ কামনা।

মিনার মনসুর ১০/১০/২০২২
পরিচালক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

ঢাকা: ১০ অক্টোবর ২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচিতি	৫
২.	পটভূমি	৬
৩.	ভিশন (রূপকল্প)	৬
৪.	মিশন (অভিলক্ষ্য)	৬
৫.	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৬
৬.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৬
৭.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি	৬
৮.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল	৭
৯.	২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি	৮
১০.	বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলা আয়োজন	৯
১১.	বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি	৯
১২.	বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান	৯
১৩.	সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন	৯
১৪.	বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১০
১৫.	তরুণ প্রকাশকদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	১০
১৬.	মুজিবশতবর্ষে শত গ্রন্থাগারে সহস্র শিক্ষার্থীকে নিয়ে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ-কার্যক্রম আয়োজন	১১
১৭.	জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন	১২
১৮.	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ	১২
১৯.	অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ	১২
২০.	ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ	১৩
২১.	বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদযাপন	১৩
২২.	কবি জসীম উদ্‌দীন ও কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা	১৪
২৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন	১৪
২৪.	বাংলা নববর্ষ উদযাপন	১৫
২৫.	জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন	১৫
২৬.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৬
২৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৬
২৮.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা	১৬

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচিতি

পটভূমি

'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬০ সালে। গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনবলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই শাখা হিসেবে ঢাকায় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার' নামে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ'। ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭নং আইনবলে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫' গৃহীত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক।

ভিশন (রূপকল্প)

গ্রন্থমনস্ক আলোকিত মানুষ

মিশন (অভিলক্ষ্য)

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির আলোকিত সমাজ গঠন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১). সৃজনশীল লেখা-সংবলিত সাময়িকী প্রকাশ, সভা-সেমিনার এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারিককেন্দ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক পাঠক সৃষ্টি;

২). সৃজনশীল গ্রন্থ সরবরাহ ও গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩). দেশে-বিদেশে বইমেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৃজনশীল ও মননশীল বইয়ের বাজার সৃষ্টি ও দেশীয় প্রকাশনার আন্তর্জাতিকীকরণ।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) পাঠসামগ্রীর উপর গ্রন্থপঞ্জি এবং গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা;
(খ) পাঠকবর্গের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
(গ) পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
(ঘ) জনসাধারণের মধ্যে অধিক ও ব্যাপক হারে পাঠপ্রবণতা ও আগ্রহ সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করা;
(ঙ) চলতি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
(চ) দেশে প্রকাশিত পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা;
(ছ) পুস্তক-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করা এবং গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করা;
(জ) পুস্তকের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা;
(ঝ) কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন করা এবং গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের সুযোগের ব্যবস্থা করা;
(ঞ) গ্রন্থাগার সেবার উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা;
(ট) আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও বইমেলার আয়োজন করা;
(ঠ) গ্রন্থ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা;
(ড) শিল্পসম্মত উন্নতমানের পুস্তক মুদ্রণে উৎসাহিত করা;
(ঢ) গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ণ) উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো কাজ করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য মোট ৭৮টি অনুমোদিত পদ নিয়ে সংস্থার জনবল কাঠামোকে পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের দপ্তর, গ্রন্থাগারিকের দপ্তর ও গ্রন্থাগার শাখা, প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও তথ্যপ্রযুক্তি শাখা, প্রচার প্রকাশনা ও ম্যাগাজিন শাখা, বিক্রয় উন্নয়ন, প্রদর্শনী ও অনুদান শাখা এবং বইমেলা, বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিদর্শন শাখাসহ মোট ৯টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১.	পরিচালক	১	১	০
২.	উপপরিচালক	১	১	০
৩.	গ্রন্থাগারিক	১	১	০
৪.	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	১	০	১
৫.	সহকারী পরিচালক	৩	১	২
৬.	উপগ্রন্থাগারিক	১	০	১
৭.	ফিল্ড অফিসার	১	০	১
৮.	বিবলিওগ্রাফি অফিসার	১	১	০
৯.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	০	১
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০
১১.	প্রকাশনা কর্মকর্তা	১	১	০
১২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
১৩.	বিক্রয় উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	১	০
১৪.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	২	১	১
১৫.	কেয়ারটেকার	১	০	১
১৬.	প্রদর্শনী সহকারী	১	০	১
১৭.	কোর্স সেক্রেটারি	১	১	০
১৮.	হিসাবরক্ষক	২	২	০
১৯.	সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
২০.	অভ্যর্থনাকারী	২	২	০
২১.	ইলেক্ট্রিশিয়ান	১	১	০
২২.	গবেষণা সহকারী	১	১	০
২৩.	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
২৪.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	০	১
২৫.	উচ্চমান সহকারী	৩	২	১
২৬.	প্রুফ রিডার	১	১	০
২৭.	ক্যাশিয়ার	১	০	১
২৮.	স্টোর কিপার	১	০	১
২৯.	ড্রাইভার	৩	০	৩
৩০.	বিক্রয় সহকারী	৩	১	২
৩১.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৮	২	৬
৩২.	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৩৩.	বুক সর্টার	২	১	১
৩৪.	পাঠাগার পরিচারক	৪	৩	১
৩৫.	লাইব্রেরি এটেনডেন্ট	১	১ (আউটসোর্সিং)	০
৩৬.	অফিস সহায়ক	৮	৭	১
৩৭.	হেলপার	১	০	১
৩৮.	নিরাপত্তা প্রহরী	৯	৯ (২ জন আউটসোর্সিং)	০
৩৯.	মালী	১	০	১
৪০.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২	২ (১ জন আউটসোর্সিং)	০
		৭৮	৪৮	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র উদ্যোগে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ অর্থায়নে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ সারা দেশের ৬৩টি জেলায় 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা'র আয়োজন করা হয়।

বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে বই পড়ার সংস্কৃতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান

দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পাঠকদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের অনুদানের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ৮৯০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মধ্যে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% নগদ অর্থ।

সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর আন্তর্জাতিক গ্রন্থদিবস, বইমেলা, বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যকদের জন্ম-মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আয়োজিত আলোচনা সভা ও সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো লেখক, পাঠক, বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করা। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশে এবং বিদেশে মোট ০৮টি আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২২-এ ৩-৪ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ক)'রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর তিনটি বই; খ) 'বাংলাদেশ-ভারত বই বিনিময় ও বিপণন: সমস্যা ও সম্ভাবনা' এবং গ) ৪ মার্চ ২০২২ অনুষ্ঠিত 'সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা: শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা' শীর্ষক সেমিনারগুলো উল্লেখযোগ্য।

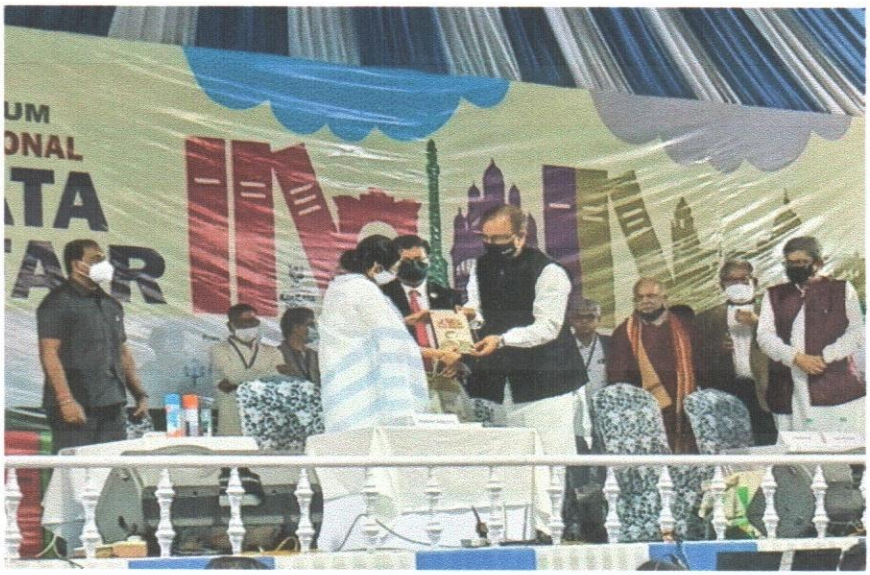

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি ও পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব মমতা ব্যানার্জী

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি কামাল চৌধুরী

বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর দেশের তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পাঠকসেবার মানোন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টি ও গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১৩টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১১৩ জন গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

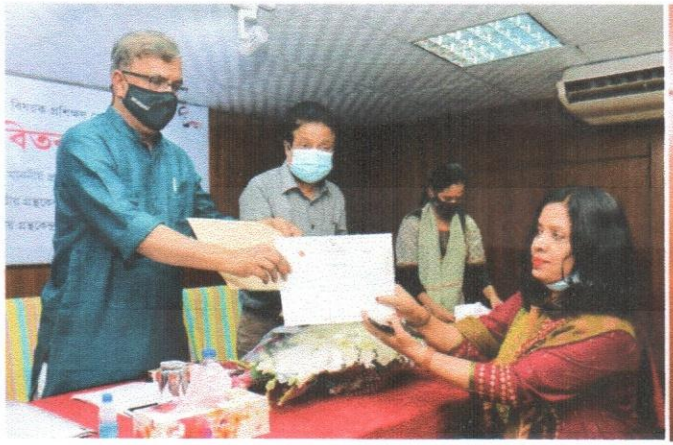

বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আবুল মনসুর (ডান দিকে) এবং সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

তরুণ প্রকাশকদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

৩০ মে ২০২২ তরুণ প্রকাশকদের জন্য 'ভবিষ্যতের প্রকাশনা শিল্প: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কমর্শালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকলের হাতে সনদপত্র তুলে দেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সাবেক প্রধান সমন্বয়ক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি কামাল চৌধুরী।

'ভবিষ্যতের প্রকাশনা শিল্প: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর (বাম দিকে) এবং কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি কামাল চৌধুরী ও সংস্থার পরিচালক মিনার মনসুর-এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী তরুণ প্রকাশকবৃন্দ।

মুজিবশতবর্ষে শত গ্রন্থাগারে সহস্র শিক্ষার্থীকে নিয়ে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ-কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে মুজিবশতবর্ষে শত গ্রন্থাগারে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রমে সারাদেশের ১০০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১০০০ শিক্ষার্থী বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ এবং পাঠ-উত্তর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। আরও প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী/পাঠক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কার্যক্রমে অংশ নেন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হকের নেতৃত্বে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (লাইব্রেরি) জনাব অসীম কুমার দে'র তত্ত্বাবধানে ৫ সদস্য-বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশনায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ হতে ৩টি গ্রুপে ৯ জন করে মোট ৮০ জন সেরা পাঠককে পুরস্কার হিসেবে ৫০০০/- টাকা সমমূল্যের বই এবং ৫০০০/- টাকা নগদ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সেরাদের মধ্য থেকে ৩ গ্রুপে ৯ জনকে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পাঠককে একটি সনদপত্র ও দুটি করে সুনির্বাচিত বই প্রদান করা হয়েছে।

গত ২১ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এ পাঠ কার্যক্রমের সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ ও সভাপতিত্ব করেন সম্মানীয় সচিব মোঃ আবুল মনসুর। উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি ছাড়াও অংশগ্রহণকারী ১০০টি বেসরকারি গ্রন্থাগার তাদের অংশগ্রহণকারী পাঠক ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে সারা দেশে আরও ১০০টি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সনদপত্র বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি বাণী প্রদান করেছেন এবং তা প্রতিটি অনুষ্ঠানে পড়ে শোনানো হয়েছে।

'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানের সভাপতি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য জনাব মফিদুল হক

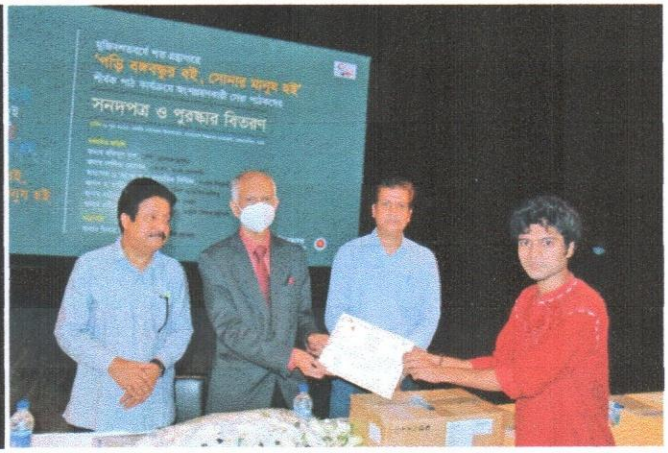

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব অসীম কুমার দে এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত লোকজ মেলায় বইমেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২১-২০২২ অর্থবছরে লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভারতের কলকাতা ও আগরতলাসহ ৫টি আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২১ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি

আগরতলা বইমেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি

অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ

দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতির কারণে এ বছর বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলায় দৃষ্টিনন্দন স্টল নিয়ে মাসব্যাপী অংশগ্রহণ করেছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক নির্বাচিত গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়।

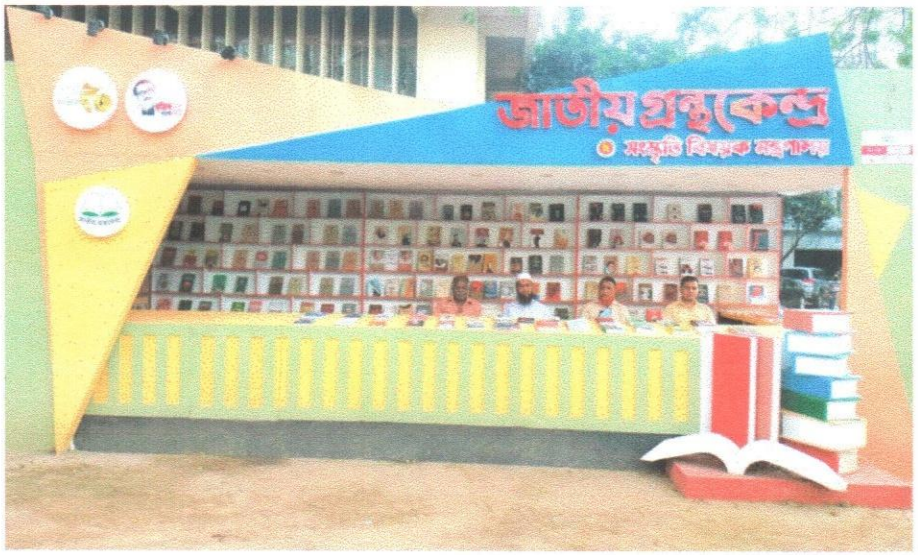

অমর একুশে বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন স্টল

ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ

দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা 'বই' । গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পত্রিকাটির ০৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩-২৬ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের নীচতলায় বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক চারদিনব্যাপী এক গ্রন্থ- প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে উক্ত গ্রন্থ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। গ্রন্থ-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

চারদিনব্যাপী এই গ্রন্থ প্রদর্শনীর সমাপনী দিন ২৬ এপ্রিল ২০২২ ঢাকার বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ ও বিশিষ্ট প্রকাশকদের অংশগ্রহণে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে 'তরুণ প্রজন্মকে বই পাঠে উদ্বুদ্ধকরণে কার কী করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে ৫০ জন বর্ষসেরা শিশুকিশোর পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়।

বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩-২৬ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের নীচতলায় বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক চারদিনব্যাপী গ্রন্থ- প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

'তরুণ প্রজন্মকে বই পাঠে উদ্বুদ্ধকরণে কার কী করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে বর্ষসেরা শিশুকিশোর পাঠককে পুরস্কার প্রদান

কবি জসীম উদ্‌দীন ও কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১ জানুয়ারি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ও ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় উত্তরার বাউনিয়াস্থ তাহমিনা-ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'জসীম উদ্‌দীন আজও কেন প্রাসঙ্গিক'। অনুষ্ঠানের মূল আলোচক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। আলোচক হিসেবে আরো ছিলেন জসীমউদ্‌দীন গবেষক অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী ও টঙ্গী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ফারজানা পারভীন। অনুষ্ঠানে জসীমউদ্‌দীনকে নিবেদিত গান, কবিতা ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইনামুল হক।

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি গেন্ডারিয়াস্থ কামাল স্মৃতি পাঠাগার চত্বরে গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'জীবনানন্দ দাশ: রূপসী বাংলার কবি'। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন জীবনানন্দ গবেষক মানিক চন্দ্র দে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি জাহিদুল হক, বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি ও অধ্যাপক রোকসানা সাথী। অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ দাশকে নিবেদিত গান ও কবিতা পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার গ্রন্থাগারিক মো. ফরিদ উদ্দিন সরকার।

'জসীম উদ্‌দীন কেন আজও প্রাসঙ্গিক' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. সারওয়ার আলী

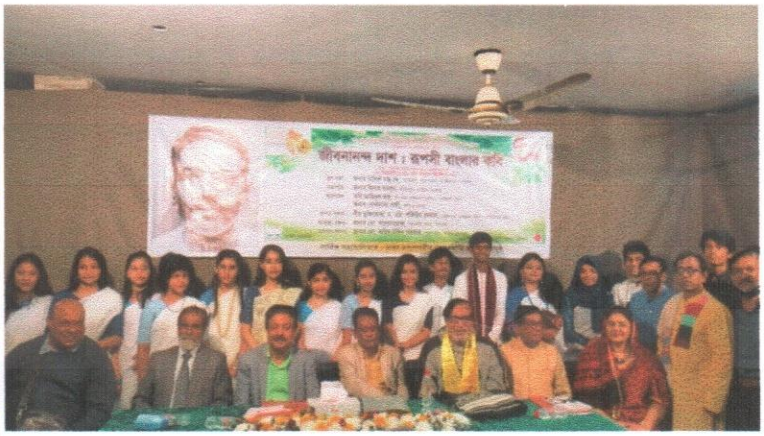

'জীবনানন্দ দাশ: রূপসী বাংলার কবি' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে 'মানবতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবৃত্তিকার, নাট্য নির্দেশক ও গবেষক ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশ নেন কবি রুবী রহমান, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু বকর সিদ্দিক ও গ্রন্থবিতান পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক মো. জহির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় ঢাকার লালবাগে গ্রন্থবিতান গ্রন্থাগারে 'বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নজরুল গবেষক ও লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যাপক সম্পা দাস এবং কামাল স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি আবু তাহের বকুল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

'মানবতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

'বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক জনাব মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক

বাংলা নববর্ষ উদযাপন

ঢাকা মহানগরের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় ১৪ এপ্রিল ২০২২ দনিয়াস্থ মাসুদ মঞ্চে বর্ষবরণ উৎসব ১৪২২-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার হোসেন সুইট। বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দনিয়া পাঠাগারের সভাপতি শাহনেওয়াজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

'বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪২৯-এ অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

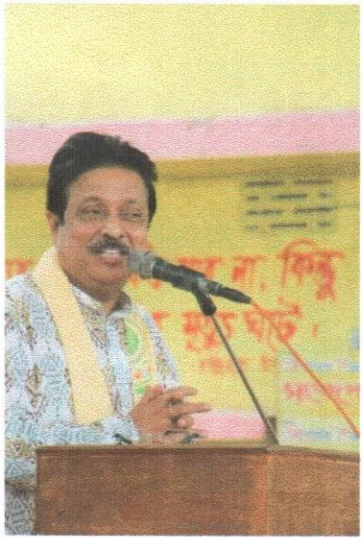

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মিনার মনসুর

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

৫ ফেব্রুয়ারি ছিল জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য এ-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে তালিকাভুক্ত ও অনুদানপ্রাপ্ত সকল গ্রন্থাগারকে এ দিবসটি যথাযথভাবে পালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে অবস্থিত বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো আলোচনা সভা ও পাঠচক্র আয়োজন, সংগীত পরিবেশন ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কাজে গতিশীলতা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রন্থকেন্দ্রের ১৩-২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়ে ১১-১৩ জানুয়ারি ২০২২ তিনদিনব্যাপী এক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালক মিনার মনসুর।

প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ, অর্থ ব্যবস্থাপনা, কর্মচারীদের আচরণ-বিধি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালক মিনার মনসুর।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় চলতি অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য করণীয় বিভিন্ন দিক এবং তা অর্জনে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে একটি সর্বসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা:

- বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও যুব সমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্যে ৮২০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে বই ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- গ্রন্থাগার বিষয়ক ১টি তথ্যমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারের ৬০ জন গ্রন্থাগারিক/প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে-বিদেশে মোট ৮টি আলোচনা সভা/সেমিনার/কর্মশালা-এর আয়োজন;
- গ্রন্থাগারে ৬৫০০ জন পাঠককে সেবা প্রদান;
- ৪টি সাময়িকী প্রকাশ;
- অনুদান হিসেবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে ৭০ হাজার কপি বই সরবরাহ;
- দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের ৮০% নিষ্পত্তি;
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০টি আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান।
- বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে ৯টি বইমেলার আয়োজন;